চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে পাঠানো হলো ভোটের মালামাল

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের মোট ৩৫৪ টি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনি সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

বুধবার নিজ নিজ আসনের উপজেলা পরিষদ থেকে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের এ সকল সরঞ্জামাদি প্রদান করেন। সেই সাথে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় আনসার সদস্যদেরকেও নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা- ১ আসনে ১৮০ টি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ১৭৪ টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার, ভোটার তালিকা, অমোচনীয় কালি, সীলপ্যাড ও সীলসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নানা নথিপত্র হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৯২টি, দামুড়হুদা উপজেলায় ৯১টি, জীবননগর উপজেলায় ৫৯টি এবং আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১১২টি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের এ সকল নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে উপজেলা পরিষদ থেকেই আনসার সদস্যদেরকে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করা হয়। সদর উপজেলার ২২২ জন আনসার সদস্যকে ১টি শটগান ১০টি রাবার বুলেট ১০টি সীসা বুলেট এবং ১টি বুলেট ক্যারি ব্যাগ প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিফাত আরা জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৯২ টি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে কেন্দ্রের নিরাপত্তায় কঠোর অবস্থানে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তিনি জানান, জেলার দুটি সংসদীয় আসনে ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের সাথে থাকবে সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ব্যাটেলিয়ান ও র্যাব।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের ভোট কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। সেই সাথে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতেও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সরকারি কলেজে বিদায় সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের দুইজনের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষক মিলনায়তনে বিদায় সম্ভাষণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২টায় কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে সহকারী লাইব্রেরিয়ান মোছাঃ মালেকা পারভিন এবং অফিস সহায়ক মোঃ মজিবর রহমানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুব আলমের সঞ্চালনায় এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল মনয়েম হোসেন, শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারি সহকারী অধ্যাপক মহিতুর রহমান, সাবেক প্রদর্শক প্রভাষক মোঃ শরিয়তউল্লাহ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ নওসাদউজ্জামান প্রমুখ।

বিদায়ী বক্তব্যে অনুভূতি ব্যক্ত করেন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান মোছাঃ মালেকা পারভিন ও অফিস সহায়ক মোঃ মজিবর রহমান।

আলমডাঙ্গার সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজমের সহধর্মিণী মালেকা পারভিন বলেন, সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই কলেজ থেকে আজ অবসরে গেলাম। আর হয়তো দেখা হবেনা প্রিয় শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ, প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা। বাকি জীবন টা যেন সৎ ও সততার সঙ্গে অতিবাহিত করতে পারি সেই দোয়াই করবেন।

দামুড়হুদায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী, জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর নেতৃত্বে দামুড়হুদায় অনুষ্ঠিত হলো বিশাল নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল।

হাজার হাজার নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

দুপুরের পর থেকেই দামুড়হুদা উপজেলা শহরে মিছিলের নগরিতে পরিণত হয়। দলীয় স্লোগান, ব্যানার-ফেস্টুন আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ। চারদিক থেকে আসা মানুষের ঢলে পুরো দামুড়হুদা উপজেলা উৎসবমুখর পরিবেশে রূপ নেয়। স্থানীয়দের মতে, অতীতে কখনোই দামুড়হুদায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম দেখা যায়নি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, এই জনসমুদ্র প্রমাণ করে দামুড়হুদার মানুষ পরিবর্তন চায়, গণতন্ত্র চায়, ভোটের অধিকার ফিরে পেতে চায়। দেশের মানুষ আজ দমন-পীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ইনশাআল্লাহ, জনগণের শক্তিতেই বিজয় অর্জিত হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জনগণের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়েই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে সবার আগে নারীর ক্ষমতা ও অধিকার নিশ্চিতে কাজ করা হবে। জামায়াতে ইসলাম নারীর যে অধিকারের কথা বলছে তা একদম ভুয়া, কারণ জামায়াত এই নির্বাচনে ৩০০ আসনের একটিতেও নারী নেতৃত্ব দেয়নি এবং কেন্দ্রীয় ভাবে নারী নেতৃত্বে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এই নির্বাচনে যার ভোট সে নিজে প্রয়োগ করবে, তাই তিনি বলেন এই জনসমাবেশ থেকে সবাই

বাড়ি গিয়ে নিজের মা-বোন নিজের পরিবারের ভোটগুলো আগে নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যেন ভুল বুঝিয়ে জান্নাতের টিকিট দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

জনসভা ও গণমিছিলে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী মোজাম্মেল হক এর ছেলে মিথুন সহ যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত এ জনসভা ও গণমিছিল ঘিরে পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। নেতাকর্মীদের মাঝে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্বাচনী প্রস্তুতির দৃঢ় প্রত্যয়।

জীবননগরে জামায়াত প্রার্থী রুহুল আমিনের গণমিছিল ও জনসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা–২ আসনে ১১ দলীয় জোট মনোনীত জামায়াতে ইসলামী–সমর্থিত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ও জেলা আমীর মো. রুহুল আমিনের শেষ নির্বাচনী গণমিছিল ও জনসভা গতকাল সোমবার বিকেলে জীবননগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিকেল ৪টার দিকে শহরের হাইস্কুল মাঠ থেকে গণমিছিলটি শুরু হয়ে মুহূর্তেই জনসমুদ্রে রূপ নেয়। দুপুর থেকে উপজেলার আট ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা থেকে জামায়াত ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যানার–ফেস্টুন, দলীয় প্রতীকের পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে মাঠে জড়ো হন। গণমিছিল শুরুর আগে সেখানে আসরের নামাজ আদায় করা হয়। ইমামতি করেন উপজেলা আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান।

হাইস্কুল মাঠ থেকে বের হয়ে গণমিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণের পর জীবননগর স্টেডিয়াম মাঠে সমাবেশে পরিণত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রার্থী রুহুল আমিন বলেন, “রাজনীতির উদ্দেশ্য ক্ষমতা নয়—জনগণের সেবা। মানুষের অধিকার

রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করাই আমার অঙ্গীকার। নির্বাচিত হলে শিক্ষা, কৃষি, উন্নয়ন ও যুবসমাজের কর্মসংস্থানে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।”

তিনি দলমত–নির্বিশেষে শান্তি–শৃঙ্খলাভিত্তিক সমাজ গড়তে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন— বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এস এম শাহজাহান কবির, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট আসাদউদ্দীন, এনসিপির জেলা সভাপতি খাজা আমিরুল বাশার বিপ্লব, জেলা ছাত্রশিবির সভাপতি সাগর আহমেদ, খেলাফত মজলিশের জেলা সেক্রেটারি মাওলানা জোবায়ের আহম্মদ খান, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মহিউদ্দিন, মাওলানা ইসরাইল হোসেন, মাওলানা হাফিজুর রহমান, নায়েবে আমীর বিল্লাল হোসেন, সাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা সেক্রেটারি মাফুজুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, শ্রমিক কল্যাণের সভাপতি কামাল হোসেন প্রমুখ।

নির্বাচনকে ঘিরে জীবননগর শহরজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের নির্বাচনী জনসভায় গণজোয়ার

আলমডাঙ্গায় জামায়াত ও ১১ দলীয় জোটের বিশাল জনসভায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জোরালো অঙ্গিকার নিয়ে, দুর্নীতি ও বৈষম্যহীন চুয়াডাঙ্গা গড়ার প্রতিশ্রুতিতে বক্তব্য দিলেন, অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল।

আলমডাঙ্গায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে

চুয়াডাঙ্গা–১ (আলমডাঙ্গা–চুয়াডাঙ্গা) আসনে জামায়াতে ইসলামী ও ১১ দলীয় জোটের উদ্যোগে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল ৩টায় আলমডাঙ্গা শহরের এটিম মাঠে আয়োজিত এ জনসভায় হাজারো নেতাকর্মী, সমর্থক, নারী-পুরুষ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতিতে মাঠ পরিণত হয় জনসমুদ্রে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভার সূচনা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমীর শফিউল আলম বকুল। জনসভায় ১১ দলীয় জোট ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য এবং চুয়াডাঙ্গা–১ আসনে জামায়াত ও ১১ দলীয় জোট মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি ভোটারদের কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে তাকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচিত হলে চুয়াডাঙ্গায় কোনো দুর্নীতি ও বৈষম্য থাকতে দেওয়া হবে না। উন্নয়ন বঞ্চনা দূর করে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ চুয়াডাঙ্গা গড়ে তোলা হবে। কৃষিনির্ভর এ জেলায় কৃষকদের স্বার্থরক্ষা, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কৃষকের অতি পরিশ্রমে ফলানো ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে।প্রয়োজনে কৃষি পন্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। যুবসমাজ কে মাদকমুক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রমশক্তি তে রুপান্তর করা হবে। চাঁদাবাজি, ট্রেন্ডারবাজী, সিন্ডিকেট মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা হবে। আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তার বক্তব্যের শেষাংশে আবেগঘন ও দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার তুলে ধরলে উপস্থিত জনতা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে মনোযোগ সহকারে তা শোনেন।

অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন— আমার বাংলাদেশ পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন, এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা মো. ফারুক এহসান, চুয়াডাঙ্গা–১ আসনের নির্বাচনী পরিচালক ও জেলা যুব বিভাগের পরিচালক নূর

মোহাম্মদ হুসাইন টিপু, জামায়াতে ইসলামী সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি আলতাফ হোসাইন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের সভাপতি কাইমুদ্দিন হিরোক, সাবেক জেলা আমীর আনোয়ারুল হক মালিক, আইন বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম, খেলাফত মজলিসের খুলনা বিভাগীয় সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, জামায়াতের জেলা ইউনিট সদস্য অ্যাডভোকেট মুসলিম উদ্দিন, আলমডাঙ্গা পৌর শাখার আমীর মাহের আলী, সেক্রেটারি মসলেম উদ্দিন,গাংনী-আসমানখালী আমীর আব্বাস উদ্দিন, শহীদ মোস্তাফিজুর রহমানের বড় ভাই হাফিজুর রহমানসহ আরও অনেকে।

জনসভা শেষে একটি নির্বাচনী মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি আলমডাঙ্গা শহরের এটিম মাঠ থেকে শুরু হয়ে স্টেশন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আলিফ উদ্দিন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

দর্শনায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল

দর্শনায় বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর ধানের শীষ প্রতিকের পক্ষে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টায় দলীয় স্লোগান, ব্যানার-ফেস্টুন আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো দর্শনা

দর্শনা আল হেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে ধানের শীষের পক্ষে একটি বিশাল মিছিল বের হয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার ৩ রাস্তার মোড়ে এসে শেষ হয়। দর্শনা থানা এলাকার ৬টি ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভার হাজার হাজার মানুষ ধানের শীষের মিছিলে অংশ নেয়। এসময় দর্শনা শহরের হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতির ফলে ব্যপক যানজোট সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় দর্শনা মুজিবনগর সড়কে শত শত যানবহন অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

দর্শনা শহরের পুরাতন তিন রাস্তার মোড়ে এসে মিছিলটি শেষ করে মিছিলে অংশ গ্রহনকারীদের উদ্যোশে বক্তব্য রাখেন, নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান হাজী খন্দকার শওকত আলী, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক কমিটির সদস্য হাবিবুর

রহমান বুলেট, দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহ (মুকুল), দর্শনা পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সিনিয়ার সহ-সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ও দর্শনা পৌর সমন্বয়ক প্রভাষক আল হাজ মশিউর রহমান।ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক।

শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত এ জনসভা ও গণমিছিল ঘিরে পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। নেতাকর্মীদের মাঝে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্বাচনী প্রস্তুতির দৃঢ় প্রত্যয়।

বক্তারা উপস্থিত মিছিলে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সকাল সকাল সেন্টারে গিয়ে ধানের শীষে ভোট দেবেন। আপনাদের এলাকার অন্যদেরকে গুছিয়ে নিয়ে ভোট সেন্টারে পাঠাবেন। যার যার এলাকায় ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার মানুষকে ধানের শীষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন। এরপর উপস্থিত ধানের শীষের পক্ষে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিয়ে মিছিলের কর্মসূচি শেষ করেন।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে কে হবে আগামী দিনের কাণ্ডারী?

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে কে হবে আগামী দিনের কাণ্ডারী? চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে কে নির্বাচিত হতে চলেছে—এ নিয়ে আকাশে-বাতাসে গুঞ্জনের অন্ত নেই। গ্রামগঞ্জের রাস্তায়-রাস্তায়, চায়ের দোকানে, মাঠে-ঘাটে একই আলোচনা। গ্রামের মানুষ চেয়ে থাকে শহরবাসীর মুখের দিকে। শহরের বুক চিরে ভেসে ওঠে ভোটের আওয়াজ, আর সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের মেঠোপথ ধরে পাড়া-মহল্লায়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্ববৃহৎ উপজেলা হলো আলমডাঙ্গা উপজেলা। এখানে একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা ও ১৫টি ইউনিয়ন নিয়ে উপজেলা গঠিত। আলমডাঙ্গা উপজেলার মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৬১ হাজার ০৬১ জন এবং মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৬২ হাজার ১৬৪ জন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আলমডাঙ্গা উপজেলার এই বিশাল ভোটার উপস্থিতি ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে তিনজন প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ। জামায়াতে ইসলামী থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহ-সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন জহুরুল ইসলাম।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির মধ্যে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরই জন্মস্থান আলমডাঙ্গা। দুজনই আলমডাঙ্গার মাটি ও মানুষের নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার দাবি রাখেন। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের সন্তান এবং জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া গ্রামের সন্তান।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে দীর্ঘ সময় ধরে উভয় দল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে রাজপথে লড়াই করেছে। দীর্ঘদিনের সেই ঘনিষ্ঠ মিত্ররা ৫ আগস্টের পর থেকে একে অপরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। বিএনপি যখন মিটিং-মিছিল, জনসভা ও উঠান বৈঠকে ব্যস্ত সময় পার করছে, তখন জামায়াত ভিন্ন কৌশলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাস্তব প্রতিশ্রুতি ও ভরসার প্রদীপ জ্বালাচ্ছে।

গোষ্ঠীকোন্দলে লিপ্ত গ্রামকেন্দ্রিক রাজনীতিতে একই ছাতার তলে কখনো আবদ্ধ না থাকার মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক দল ফায়দা তুলছে। ফলে গ্রামীণ রাজনীতিতে দেখা দিচ্ছে বিভক্তির খেলা—শত্রুর শত্রু হয়ে উঠছে বন্ধু।

ফলস্বরূপ, জোটসঙ্গী হিসেবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চোখে পড়েনি। নির্বাচন অফিসে মনোনয়ন উত্তোলন থেকে শুরু করে জমাদান, প্রতীক বরাদ্দ, এমনকি সুজনের অনুষ্ঠানে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে যে সৌজন্যতা উভয় প্রার্থী দেখিয়েছেন, তা সত্যিই নজিরবিহীন।

উভয় দলই সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রচারণায় ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে ভোটারদের হৃদয়ে স্থান পাওয়ার আশায়। জামায়াত প্রার্থীর কৌশলে নতুন নতুন ভিন্নমাত্রা দেখা গেলেও বিএনপি প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসন বিগত দিনে বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। ২০০৮ সালে প্রথম আওয়ামী লীগ এই আসন দখল করলেও আইলহাস, জেহালা ও বারাদী ইউনিয়নে বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে নাগদাহ, ডাউকি ও কুমারী ইউনিয়নে জামায়াতের প্রার্থীরা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

আগামী ১২ তারিখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাঠ জরিপে দেখা গেছে, বিএনপির একটি সুসংগঠিত আদর্শিক ভোটব্যাংক বংশানুক্রমে গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী তাদের কট্টর অবস্থান থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে থাকলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ভোটারদের মাঝে নতুন স্বপ্ন ও নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করে সমতায় ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছে নিরলস পরিশ্রম ও নানান কৌশলে। মাঠ জরিপে আরও দেখা গেছে, আওয়ামী ভোটাররাই ভোটের ফলাফলে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে চলেছেন।

এ কারণে উভয় দলই ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে আওয়ামী ভোটারদের দলে ভেড়ানোর জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে, যা চোখে পড়ার মতো। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যোগ্য ব্যক্তির মাথায় বিজয়ের মুকুট শোভা পাবে—এই আশায় প্রহর গুনছে আপামর জনতা।

দর্শনায় ধানের শীষের পক্ষে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দর্শনা পরাণপুর গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় বিএনপি নেতা সরোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নারী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ধানের শীষের প্রার্থী বিজিএমইএ এর সভাপতি মাহমুদ হাসান

খান বাবুর শ্যালোক শফিকুল ইসলাম সোহেল।

তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আপনাদের সবাইকে বলছি বাবু খান যদি ভাল লোক হয়। তবে তাকে একটা ধানের শীষে ভোট দেবেন। বাবু খান একজন স্বাবলম্বী ব্যবসায়ী। উনি কারো অনুদানের অপেক্ষা করেন না। উনি নিজে আপনাদের একটি হাসপাতাল আরো আনুসাংঙ্গিক যা লাগবে তিনি করে দেবেন। তার নিজের টাকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করে দেবে। খেলার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।

আমি বিভিন্ন স্থানে ক্লাব করে দেবো। আপনাদের ছেলে মেয়েদের খেলার সরমজান আমার কাছ থেকে পাবে। আপনারা বাড়ি ফিরে গিয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবেন বাবু খান একজন সাদা মনের ভাল মানুষ। সবাই তার ধানের শীষে একটি করে ভোট দিতে বলবেন।

এ নারী সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, পরানপুর একতা ক্লাবের সভাপতি ইন্তাজুল ইসলাম, একতা ক্লাবের উপদেষ্টা জাকির হোসেন, বকুল মালিতা, মিলন জোয়ার্দ্দার প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, হাবিবুর রহমান হাবু।

দর্শনায় জামায়াতের বিশাল গণমিছিলে রুহুল আমিন

আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ১১দল সমর্থিত ও জামায়াত মনোনীত দাড়িপাল্লার প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমীর মোঃ রুহুল আমিনের পক্ষে বিশাল গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা থানা শাখার উদ্যোগে গতকাল রবিবার বাদ আসর দর্শনায় এই গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড থেকে শুরু করে মিছিলটি রেলবাজার, রেলগেট, পুরাতনবাজার, থানা মোড়, ইসলামবাজার, রেলইয়ার্ড হয়ে রেলবাজারস্থ শহীদ শাহরিয়ার মুক্ত মঞ্চে এসে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও জাতীয় সংসদ পদ প্রার্থী মোঃ রুহুল আমিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা মোঃ আজিজুর রহমান, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আব্দুল কাদের, এবি পার্টির জেলা সভাপতি মোঃ আলমগীর হোসেন, খেলাফত মজলিসোর জেলা সেক্রেটারী জুবায়ের খান, এনসিপির জেলা আহবায়ক খাজা আমিরুল বাশার বিপ্লব, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি এস এম শাহজাহান কবির, মাজলিসুল মুফাসসিরিনের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আবু জার গিফারী, দর্শনা থানা নায়েবে আমীর মাজহারুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারী জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, দামুড়হুদা যুব জামায়াতের সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, দর্শনা পৌর আমীর মোঃ সাহিকুল আলম অপু, মদনা ইউনিয়ন আমীর হাফেজ শহিদুল ইসলাম, কুড়–লগাছী ইউনিয়ন আমীর সদেকীন, বেগমপুর ইউনিয়ন আমীর মোশারফ হোসেন, নেহালপুর ইউনিয়ন আমীর লিটন মল্লিক, তিতুদহ ইউনিয়ন আমীর মোঃ রাফিজুল ইসলাম, গড়াইটুপি ইউনিয়ন আমীর মোঃ ইউনুছ আলীসহ সকল ইউনিয়ন সেক্রেটারী ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ্ব।

মিছিল শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ১১ দল সমর্থিত ও জামায়াত মনোনীত দাড়িপাল্লার প্রার্থী জেলা আমীর মোঃ রুহুল আমিন বলেন- আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনে দর্শনা-দামুড়হুদা ও জীবননগরের সকল মানুষের মধ্যে একটাই স্লোগান উঠেছে সব দল দেখা শেষ দাড়িপাল্লার বাংলাদেশ। আমরা এই স্লোগানের সন্মান জানাতে চাই। আমরা জনগনকে আশ্বস্থ করতে চাই আপনারা যে স্লোগান তুলেছেন, সেই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশটাকে গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ। আমরা মানুষকে স্বাধীনভাবে নিরাপত্তার সাথে নিজ বাড়ীতে ঘুমানোর গ্যারান্টি দিতে চাই। হয়রানি মূলক মামলা কিংবা হয়রানি করে বাড়ী ছাড়া করতে চাইনা। আমরা মানুষের ঘর বানাতে চাই, ঘর ভাংতে চাইনা। আমরা মানুষকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাই, শত্রু হিসেবে গ্রহণ করতে চাইনা। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, সেটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য, আমরা এই সৌন্দর্যকে সাথে নিয়ে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে চাই। রাজনীতির ময়দানে কিলাকিলি বন্ধ করে কুলাকুলির সংস্কৃতি চালু করতে চাই।

আমরা ব্যবসায়ীদেরকে নিরাপত্তার সাথে ব্যবসা করার গ্যারান্টি দিতে

চাই। ব্যবসায়ীদের চাঁদা দেবার যে সাংস্কৃতি চালু হয়েছে তা চিরদিনের মতো কবর দিতে চাই। আমরা ঐক্যবদ্ধ ও চাঁদাবাজ মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই। আমরা দূর্নীতি ও দুঃশাসনমুক্ত বাংলদেশ গড়তে চাই। আমরা আপনাদের হাতে বাংলাদেশের চাবী রাখতে চাই, যেন ফ্যাসিবাদ আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে আর না পারে। আর সেই জন্য দাড়িপাল্লার পক্ষে আপনাদের ভোট চাই।

১১দলের পক্ষে যদি আপনারা ভোট দেন আমরা আপনাদের স্লোগানকে সন্মান দিয়ে বলছি- আমরা আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করে দেব, দেশ বেকারমুক্ত হবে, দূর্ণীতিমুক্ত হবে, চাঁদাবাজ মুক্ত হবে, ক্ষুধা মুক্ত হবে, দুঃশাসনমুক্ত হবে ইনশাল্লাহ। আমরা জুলাইয়ের রক্তকে সন্মান জানিয়ে দেশটাকে ঢেলে সাজাতে চাই। আমরা দর্শনা, দামুড়হুদা ও জীবননগরকে সাজিয়ে মানবতার কল্যাণে কাজ করতে চাই। আপনারা আসুন আমাদের সাথে।

নির্বাচনের এই শেষ মিছিলে দর্শনা থানা সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী যোগ দেয়ায় ক্ষণিকের জন্য দর্শনা মিছিলের শহরে পরিণত হয়। পথচারীরা মন্তব্য করেন অনেক বচর এত বড় রাজনৈতিক মিছিল দর্শনাবাসী দেখেনি।

দামুড়হুদায় মাদকসেবীদের তাণ্ডবে কৃষকের সোনাঝরা ফসল ধ্বংস; লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে মাদকসেবীদের নৃশংস তাণ্ডবে এক কৃষি উদ্যোক্তার সোনাঝরা ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে পরিকল্পিতভাবে কলা বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার এলাকার বাসিন্দা কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে

দীর্ঘদিন ধরে কলা, কচু , বেগুন, হলুদ, সরিষা,ওল, পেঁপে, বিভিন্ন প্রকার আমের বাগান, লিচু বাগান সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ করে আসছেন। আগে পরিত্যক্ত পড়ে থাকা জমিগুলো তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। এতে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও একটি মাদকাসক্ত চক্র এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, রাতের আঁধারে মাদকসেবীরা মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে কলাবাগানে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে। পরিত্যক্ত বিষের পলিথিন ও শুকনো পাতা ব্যবহার করে কলাগাছের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে একাধিক কলাগাছ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, অনেক গাছ ভেঙে ফেলা হয়। ফলে কলার মোচা ও পাতাসহ পুরো বাগান মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে। এতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জানান, “এর আগেও আমার বাগানের অনেকগুলো ফলন্ত মোটা লিচু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, ফসল নষ্ট করা হয়েছে, এমনকি কাঁটাতারের বেড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে সবাই জানে, একটি মাদকাসক্ত চক্র এসব করছে। আমি কৃষিকাজ শুরু করায় তারা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডে বাধা পাচ্ছে বলেই পরিকল্পিতভাবে ফসল নষ্ট করছে।

স্থানীয়রা জানান, জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠ দীর্ঘদিন ধরে মাদকসেবীদের আড্ডাস্থল হিসেবে পরিচিত। মাঠটি নির্জন হওয়ায় সন্ধ্যার পর সেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কম থাকে। এই সুযোগে তারা নিয়মিত মাদক সেবন ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ কৃষক ও এলাকাবাসী দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনার দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী কৃষক জানান, তিনি এ বিষয়ে দামুড়হুদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনের স্বার্থে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার দ্রুত বিচার এবং কৃষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, এবিষয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।